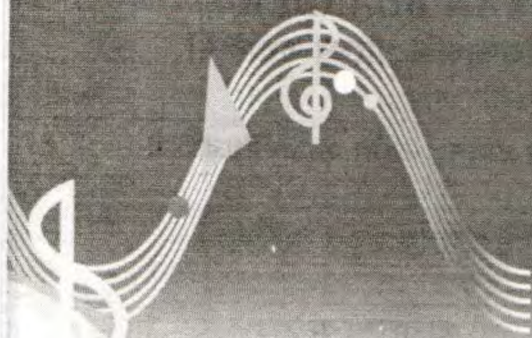


জ্ঞানভাণ্ডার

প্রকাশক

শাহজাদা সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী

গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল

মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

জ্ঞানভাণ্ডার

GYAN BHANDER

[মাইজভাণ্ডারী গানের সংকলন]

দ্বিতীয় প্রকাশ : এপ্রিল ২০১০ ইংরেজী

প্রকাশক

শাহজাদা সৈয়দ আহমদ হোসাইন মুহাম্মদ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী
গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল
মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

রচয়িতা

মুহাম্মদ নুরুল কবীর

পিতা-হযরত শাহ গুরামিয়া ফকির মাইজভাণ্ডারী (রহঃ)
গ্রাম ঃ কূল পাগলী, ডাকঘর ঃ চুনতী, উপজেলা ঃ লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ঃ ০১৮১৫-৬৬৬৩২৬

হাদিয়া : ১৫.০০ (পনের) টাকা।

ডিজাইন ও মুদ্রণে

তিলোত্তমা মুদ্রণালয়

৪৪/৪৮, এন. এ. চৌধুরী রোড, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন : ৬১৩২৭২, ৬১৫২৪৮।

১নং শে'র

ওগো নবীজী, ডাকতে তোমায় আমার লাগে ভয়,
বে বুঝা শয়তানের দলে আমার মত মানুষ কয়।।
আল্লাহ তালা ডাকছে তোমায় তস্‌লীমান করিয়া,
মুহাম্মদ ডাকে নাই কভু ডাকছে রসুল বলিয়া,
এই উম্মতে তোমায় ডাকতে যোগ্য নাহি মানে লয়।।
নুরুন আলা নুর তুমি নিজে কালাম করেছ,
আদম সৃষ্টির আগে তুমি স্রষ্টার হাতে গড়েছ,
খোদাছে জুদা নেহি মছনবীতে লেখা রয়।।
মাটির মানুষ বলে কেহ তোমায় করছে তুলনা,
পরের মঙ্গল দুরের কথা নিজের মঙ্গল ও করতে পারে না,
নাওজুবিল্লাহ এই সব উক্তি ওহাবি মওদুদীরা কয়।।
কি নামে ডাকিব তোমায় পন্থা না পাই খোঁজিয়া,
যে নামে ডাকলে আমি তুমি থাক শুনিয়া,
না ডাকিয়া নুরুল কবির তোমার চরণে সজিদায় রয়।।

২নং শে'র

কে যাবি মদিনাতে, নবীজির রওজাতে,
জিন্দা নবীর পাক কদমে, সালাম দিতে আয়,
সালামের জবাব দিব মোস্তফায়।।
নুরুন আলা নুর যিনি শুইছে মদিনায়,
যার বুকেতে জড়িয়ে ধরত হাসান ও হোসানায় ভাই,
তার কদমে সালাম দিচ্ছে সকল ফেরেস্তায়।।
সৃষ্টির সেরা নূরের পুতুল হায়াতুন নবী,
নবী খোদা নহে জুদা বলছে মসনবী,
কান্দি চল সেই নবীর রওয়াজাতে যাই।।
লক্ষ লক্ষ হাজী গিয়ে নবীর রওজাতে
কেঁন্দে কেঁন্দে বলে নবী তরাও হাঁশরে
কবিরকেও তরাই দিও তাদের উছিলায়।।

৩নং শে'র

তোরা দেখেছ কি? দেখবি যদি না দেখিলে আয়।
আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী কি খেলা খেলায়।।
খোদার গুণে গুণী হইয়া মাইজভাণ্ডারে প্রকাশিয়া।
এক পলকে মক্কার হাজী সদরঘাট পাঠায়।।
আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী হাকীকতে পার কাণ্ডারী।
দিয়াছে তা প্রমাণ করি ভক্ত রাবিয়ায়।।
ফটিকছড়ি ধুরঙ্গ খাল প্রমাণ থাকবে হাশর কাল।
পানি-এ করলো আদেশ রক্ষা অন্যদিকে যাই।।
কৃষ্ণরূপে দেখিয়াছে মন মোহনে লিখে গেছে।
খোদার গোপন প্রেমের খেলা খেলে মওলানায়।।
নুরুল কবীর কুল পাগলী চাই বাবার চরণ ধুলি।
প্রমাণ আছে কোটি কোটি লিখার সাধ্য নাই।।

৪নং শে'র

দশের মাঘে মাইজভাণ্ডারে বসাইয়াছে প্রেম বাজার,
ঐ বাজারে আহমদ উল্লাহ মিলাইব খোদার দিদার।।
হাজীর মত আশেকিরা ঐ দিনের মিলন মেলায়,
মহিষ গরু কোরবানি দিতে যাইতেছে যেমন মিনায়,
ঢোলের তালে করে জিকির আল্লাহ আল্লাহ বারে বার।।
জমজমের মত নিয়ত করি রওজা পুকুর এর পানি,
গোসল করে নিয়া আসে রোগ আরোগ্য হয় জানি,
জান্নাতুল মাওয়া বকির মতন করে জিয়ারত মাজার।।
নারী পুরুষ লক্ষ লক্ষ রহমান বাবার মাজারে,
তারপরে যায় বাগান বাড়ী দেলা বাবার দুয়ারে।
নয়ন জলে বুক ভাসাইছে শাহেন শাহ জিয়ার মাজার।।
রাত্রি শেষে হুজরায় বসে এমদাদুল এর মোনাজাত,
খোদার কাছে পৌছায় দিবে বক্তগণের ফরিয়াদ,
কবীর বলে, আশেকগণকে বাবায় করে দিচ্ছে পার।।

৫নং শে'র

গর্ব মোদের চট্টলা দশের মাঘে সন্ধ্যা বেলা,
মাইজভাণ্ডারে আহমদ উল্লাহ খেলে খোদার প্রেমের খেলা।।
আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু
সকল জাতির এক ঠিকানা যে ঠিকানায় দুই থাকে না,
মিলে যায় এক শামিয়ানা মুছে যায় মনের জ্বালা।।
নবীজীর তাজ ওয়ালা আসিয়াছে কমলী ওয়ালা,
আল্লাহ-নবীর যুক্ত নাম ফটিকছড়ির আহমদ উল্লাহ।।
খায়রুন নেছা মায়ের কোলে আহমদ উল্লা খেলে দোলে,
বাঙ্গালী গর্ব মোদের বেলায়তের বাদশা ওয়ালা।।
আহমদ উল্লার আগমনে বার আউলিয়া নির্জনে,
সাজাইল চট্টলারে নুতন দুলার বরণ মেলা।।
আহমদিয়া মঞ্জিলে আশেকগণের মাশুক মিলে,
দশের মাঘে করে জীকির আলহামদুলিল্লাহ।।
নুরুল কবীর কুল পাগলী গলে লই ভিক্ষার ঝুলি,
লইয়া তোমার চরণ ধুলি গলে পড়িব মালা।।

৬নং শে'র

ওফাত শত বার্ষিকীতে কাঁন্দি তুর চরণে,
দয়া কর হযরত কেবলা এই মহান দিনে।।
দুই হাজার ছয় সালেতে তেইশে জানুয়ারী,
এই দিন আর পাবনা যদি গেলে মরি,
পার করাই দে তোর গোলাম প্রতি জনে জনে।।
কোরানের ভিতর আছছ্ তুই মহাজন,
তোর নুরী হাতে আছে খোদার গুপ্ত ধন,
সেই ধনে ধনী কর করুণা বর্ষণে।।
সবার আশা পূর্ণ করলে তোর হবেনা ক্ষতি,
তুই রাজিলে খোদা রাজি নবী দিবে জ্যোতিঃ,
ঐ দিনের বরকতময়ে রাখ দুই নয়নে।।

শততম ওরশে তোর এই মোর ফরিয়াদ,
হাসরেতে দিবিরে তুই সবায় মোলাকাত,
যদি কেহ বাদ পড়িলে দুর্নাম তোর শানে।।
কূল পাগলীর নুরুল কবির কান্দে বারে বার,
জনম কান্দন মরণ কান্দন তোর কান্দনে সার,
তুই মাওলারে কে পাইয়াছে কান্দন বিনে।।

৭নং শে'র

চল যাই ফটিকছড়ি মাইজভাণ্ডারীর প্রেম সাগর,
ঐ সাগরে ডুব মারিলে দেখবি মুছার কোহতর।।
ষাট হাজার কালাম গুপ্ত, ত্রিশ হাজার হয় ব্যক্ত,
গুপ্ত ব্যক্ত খোদার তত্ত্ব দেখবি গেলে জনম ভর।।
সকল জাতি ঐ সাগরে, চতুর্দিকে গোসল করে,
যার যে গুরু, পাইবে তারে, মাইজভাণ্ডারীর চরণ ধর।।
নুরুল কবির কূল পাগলী, যাহা দেখি তাহা বলি,
গিয়াছে যার পর্দা খুলি, দেখছে গিয়া ঐ সাগর।।

৮নং শে'র

অ-রে কি হইতেছে কি পাইতেছে মাইজভাণ্ডারে,
নারী পুরুষ যাচ্ছে চলি দশে মাঘেরে।।
দশে মাঘে করে খেলা, মাইজভাণ্ডারে হযরত কেবলা,
ঐ মেলার গৌরব চট্টলা, বাংলাদেশে রে।।
সবাই নাকি পাইছে দয়া, মনের কথা খুলি কইয়া,
দিয়াছে দরবার বসাইয়া, দেখ আমির ভাণ্ডারে।।
বেলায়তের বাদশা তিনি, খোদার গুণে মহাগুণী,
নবীর তাজ পাইছে যিনি, এই বিশ্ব বাজারে।।
কূল পাগলীর নুরুল কবির, কয় বাগদাদের বড় পীর,
খাজা খিজির, তাঁহার নজরে, রে।।

৯নং শে'র

ঐ দেখা যায় হযরত কেবলার মাইজভাণ্ডার নগর,
দেখ আশেক যাই তোরা আহমদ উল্লাহর ঘর।।
মসজিদে নববীর মত, পাঞ্জেগানা অবিরত,
নিত্য থাকে খাদেম রত, রওজার ভিতর।।
রওজা পাকের চতুপার্শ্বে, বাগানের ফুলের সুবাসে,
প্রেমানন্দে রঙ্গে রসে, ঐ কোরান পড়।।
এমন সাজা সাজিয়াছে, মাইজভাণ্ডার গ্রামের মাঝে,
নবীর তাজ পড়াই দিয়াছে মাথার উপর।।
আল্লাহর নবীর এই দরবার, বিশ্ববাসীর মাইজভাণ্ডার,
আশেকী মাশুকের কারবার আসবি যাবি জনম ভর।।
নূরুল কবির সব ভুলে, ঘুরি ঘুরি তওয়াফ নিবে
খোদার তৃপ্তি মিটে যাবে আরো মিটবে মক্কা শহর।।

১০নং শে'র

আকারে নবী তুমি নৈরাকারে আল্লাহ।
তোমার পথের পথিক হল আহমদ উল্লাহ, বাবা আহমদ উল্লাহ।।
গোপনে আল্লাহ তুমি প্রকাশ্যে রসূল
বাতেনে আল্লাহ তুমি জাহেরে রসূল
ব্যক্ত হইলা নবী রূপে গুপ্ত আল্লাহ।।
আহাদে আল্লাহ তুমি মুহাম্মদে রসূল
দুই জনের মধ্যে তুমি হয়েছ নুজুল
দুই নাম যুক্ত প্রকাশিলা আহমদ উল্লাহ।।
তুমি যাহা চাইলে করতে করেছে নবী।
চন্দ্র দুই টুকরা করল শাহাদাৎ আঙ্গুলী।
মুর্দা জিন্দা করল বড়পীর হয়ে আহলুল্লাহ।।
তুমি যে মহান স্রষ্টা শানে দেখাইলা
নবী-অলীর মাঝে তুমি আমায় চিনাইলা
মাইজভাণ্ডারী দেখায় কত তোমার অসীম লীলা।।

কুল পাগলীর কবীর বলে তোমায় চিনা দায়।
তোমার গুণে মানুষ রূপে মাইজভাণ্ডারে পাই।
নবী-অলীর নামে তোমায় প্রকাশ করাইলা।।

১১নং শে'র

দয়া মায়া যার কাছে পায় সেইত হবে রহমান।
নির্ধনীরে ধনী করে বাবা গোলাম রহমান।।
রহমান-রহমান রহমান-রহমান।।
আরশ আজীমে থাকে তিনি করে বিশ্বেরে মেহেরবানী।
রাহমাতুল্লীল আলামীন শব্দে তিনি বিদ্যমান।।
বন জঙ্গলে দিন কাটিল জীব জন্তুরা সেজদা দিল।
মোরাকাবায় বসি দেখত সারাটি জাহান।।
অন্য ভাণ্ডার পরিহারে মাইজভাণ্ডারকে বুকে করে।
আল্লাহ আল্লাহ দিল জিকির (যত) বেখোদ মাস্তান।।
হযরতের পার্শ্বে থাকি ঝাণ্ডা ধরল মুহাম্মদী।
আহমদী শান উড়াইল মাইজভাণ্ডার বাগান।।
কুল পাগলীর কবির দেখে আশেকগণে শোর তোলে।
জীবনে মরণে চাই তোর চরণে বাসস্থান।।

১২নং শে'র

এসেছি তোর পাক দরবারে, কেন দেখা দিলানা,
পাগল করলি তুই আমারে, রহমান বাবা মওলানা।।
নাম শুনেছি রহমান, মনে করছি দয়াবান,
ছেড়েছি জাত কুলমান, পাইতে তোরই করুণা।।
তোর প্রেমের এত মধু, স্বামী চায়না আপন বধু,
কে মারিছে এমন জাদু তোর বিচ্ছেদের তাড়না।।
জানিনা আমি কিসের পাগল, তোরে পাইতে নাইরে সম্বল,
দিতে আছি চোখের জল, পাইতে তোরই দরশনা।।
বলে মোরে পাগল ছাগল, আমি লইছি তোরই দল,
তুমি হযরতের পাগল, সব পাগলের কারখানা।।

এ গোলামের কথা ধর, মিছা ভবের মায়া ছাড়,
ঐ পাগলের দলে চল, পাগল বিনে খোদা না।।

১৩নং শে'র

ফটিকছড়ি মাইজভাণ্ডারে প্রেমের নাইরে তুলনা,
প্রেমের মেলা বসাইয়াছে রহমান বাবা মওলানা।।
বাইশে চৈত্র সন্ধ্যা বেলা, রহমান মাওলার প্রেমের মেলা,
ঐ মেলায় আশেকির খেলা, মাশুক বিনে জানে না।।
যদি চাও শিক্ষা নিতে, যাইয়া দেখ ঐ মেলাতে,
নারী-পুরুষ দলে দলে, চাইছে বাবার করুণা।।
কেহ দেখি কোরান পড়ে, কেহ দেখি তজবি নাড়ে,
কেহ লম্বা জোব্বা পড়ে, কেহ বিভোর মস্তানা।।
কেহ নাচে আনন্দে, কেহ নয়ন জলে কাঁন্দে,
রহমান মওলার প্রেমের ফান্দে, জ্বাত-কূল মান চায়না।।
ঐ মেলা খোদার লীলা, বান্দা খোদা করে খেলা,
নূরুল কবির প্রথম বেলা, কেন মেলায় গেলিনা।।

১৪নং শে'র

জজ্‌বা হালে নাচ গিয়া মাইজভাণ্ডারে,
নাচে মিলায় খোদার দিদার রহমান মওলারে।।
নাচলে চল মাইজভাণ্ডার, রহমান মওলার রওয়াজার,
নাচ করাই দিব পার, কবুল করলেরে।।
নাচে খাজা আজমির, আশা ধরল বড়পীর,
নাচে আর্শ কাঁপে গির গির, নাচে জ্বীন ফেরেস্তারে।।
নাচন আছে দুই প্রকার, এক প্রকার থিয়েটার,
খোদার নাচা মাইজভাণ্ডার অজদ্ বেহুশেরে।।
যে দেখেছে খোদার নুরে, আপন মোরশীদ বিরাজ করে,
নূরুল কবির নাচন করে রূপ দেখিয়ারে।।

১৫নং শে'র

মাইজভাণ্ডার আদবের মোকাম, আদবে পায় মোহব্বত।
আদবে মুর্শীদ পাবি, এই হবে তোর এবাদত।।
গাউছ কুতুব হইল যারা (পাইয়া) হযরতের করুনা,
নত শিরে ভক্তি করত, আদবের নাই তুলনা।
আদব বিনে হয় না হাছিল মাইজভাণ্ডারী তরিকত।।
মাইজভাণ্ডারে আসছ যবে আদব কোথায় রাখিলে,
শাহেন শাহ হইছ বুঝি, তোমার গল্প শুনিলে।
আদব বিনে সব জানিয়া পাবি নারে নেয়ামত।।
মাইজভাণ্ডারের ধূলিকনারে ভক্তি যে জন করে না,
মাইজভাণ্ডারে আসা যাওয়া এই হল তার দিন গনা।
গর্ব ভরে চলাফেরা, তুই কি বুঝবি হাকিকত।।
নবীর সুন্নত জিন্দা রাখল আমার এমদাদ মওলা ধন,
আহমদিয়া মঞ্জিলে হযরতের গদীতে তিনি সমাসীন।
তান চরণে আদব শিখ, দম কদমে কেরামত।।
নুরুল কবির দিশাহারা, আদব দেখে আত্মহারা।
মুর্শিদের চরণেতে জীবন ভর গোলাম থাকতে মুনাজাত।।

১৬নং শে'র

ডাকিতেছি ময়না তোমায়, বাগান বাড়িতে বসিয়া।
মোরশীদের মোরশীদ আমার, কেন রইলা ভুলিয়া।।
কাঁন্দিতেছি অকাতরে, দেখিতে নয়ন ভরে।
রইলা কেন এত দূরে, রাজ সিংহাসন ছাড়িয়া।।
তুমি রাজার মহারাজা, আমরা সবাই তোমার প্রজা।
দরশনে কেন সাজা, কূল পাইলাম না ভাবিয়া।।
তাপিত প্রাণ শীতল কর, দয়াল মোদের কথা ধর।
বিচ্ছেদ জ্বালায় নাহি মার, মার সেল বিষ মাখিয়া।।

কবিরে ধরছে তোমায়, দিলে যারে মালিক বানাই।
মুছিতেছ মনের জ্বালা এমদাদুলকে বসাইয়া।।

১৭নং শে'র

খোলা আকাশের নীচে বাগান বাড়ী ঘুমাই রয়।
যে বাগানে সজিদা দিলে দেলাবাবা কথা কয়।।
খোদা হতে নহে জুদা ময়না নামে নাইরে খোদা।
খোদার গুণে মানুষ পূঁজা মানুষ কিন্তু খোদা নয়।।
দেলা মওলা, হযরত কেবলা (যেমন) মোমেনের কলবে আল্লাহ।
অছী রূপে গাউছুল আজম দুই জন এক জুদা নয়।।
তাঁর চরণে দিলে ভক্তি আহমদ উল্লাহ করবে মুক্তি।
তাঁন সমীপে দিলে আরজী হযরত কেবলা চেয়ে রয়।।
বাগে হুসাইনী নাম খানা রওজা করা তাঁহার মানা।
গউছের প্রেমে ফিল্লা ফানা দিয়াছে সে পরিচয়।।
চিনি যেমন সরবত হয় (আসলে) পানি কিন্তু চিনি নয়।
কবীর বলে ঐ সামান্য গউছের অছীর পরিচয়।।

১৮নং শে'র

আগে আল্লাহ পরওয়ার মুরশিদ আমার দেলোয়ার,
নিজকে নিজে ধন্য বলি গৌরব আমার।।
আমি ত পথের ভিখারী অনন যোগাই ঘুরি ফিরি,
বড় লোকে গরীব বলে কলঙ্ক আমার।।
মুরশিদ চরণ করলে স্মরণ দেখিতে পায় অমূল্য ধন,
রাজাধিরাজ পুত্র আমি কে সমান আমার।।
মুরশিদ বরজখ লইয়া মনে দৃষ্টি করি এই ভূবনে,
দেখিতে পাইনা কেহ তুলনা আমার।।
ধ্যানে আমি তারে দেখি ময়না আমার প্রাণ সখি,
ঠেনে নিয়ে নবীর হাতে দিচ্ছে হাত আমার।।

বেলায়তের সম্রাট তিনি দুই কুলের মহারাজ যিনি,
হযরতের নয়ন মনি মুরশিদ আমার।।
কুল পাগলীর কবীর বলে অতি গৌরব আমার দিলে,
গাউছিয়তের সিংহাসনে মুরশিদ আমার।।

১৯নং শে'র

তুমি রুহে গউছুল আজম আয়নায়ে গউছুল আজম।
নূরে গউছুল আজম রক্তে গউছুল আজম।।
নুরুন আলা-নুর তুমি হাবিবে রহমান তুমি।
মেরে বাবাজান তুমি অছিয়ে গউছুল আজম।
বাদশার বাদশা তুমি নবাবে গউছুল আজম।
কাবার কাবা তুমি সুলতানে গউছুল আজম।।
দিন রজনী মধ্যমণি দীদারে গউছুল আজম।
আউলিয়ার সর্দার তুমি হাবীবে গউছুল আজম।।
উছুলে গউছুল আজম আদর্শে গউছুল আজম।
দেলাওয়ার হুসাইন নাম তোমার আওলাদে গউছুল আজম।।
দরজায়ে বেলায়ত তুমি দরজায়ে গউছিয়ত তুমি।
আলী-কা নকশা তুমি খাদেমে গউছুল আজম।।
ইমাম হোসাইনে সানী এমদাদ রূপে আছ তুমি।
কবীরের এশকে দেখা তুমি খোদ্ গউছুল আজম।।

২০নং শে'র

এমদাদ বাবা মুরশিদ আমার চাইলে পাই তাহার দিদার,
সেইত আমার আহমদ উল্লাহ সেইত আমার দেলোয়ার।।
খোদার গুণে গুণান্বিত, আহমদ উল্লাহর আছে রক্ত,
ভক্ত বলে নবী যুক্ত আগে আল্লাহ পরওয়ার।।
ওহে আমার দেলা বাবা দাসগণের কেবলা কাবা,
চরণ সেবি ঘ্রাণ নিলে সুগন্ধ পায় মদিনার।।
তোর খাই তোর পরি তোর দেশে ঘুরি ফিরি,
করে তোর নাফরমানি অন্ধ চোখ হইয়াছে যার।।

নাইরে সম্বল পার হইতে   তোর চরণে হাজিরা দিতে,
বিশ্বাস আছে একটা শুধু   তুই গোলামের জামিনদার।।
নুরুল কবির দম কদমে   তোর গদীতে চরণ চুমে,
তোর প্রেমের ছোঁয়াচ পেলে   পার হইবে গুণাহগার।।

২১নং শে'র

(তুমি) মানব কুলে জন্ম নিলা   আওলাদে রসূল হই,
বেলায়তের বাদশা হইলা   চাইও মোদের ভুলি যাইবা গৈ।।
পাপী-তাপী ত্বরাইতে   তোমার জন্ম এই ভবেতে,
(তুমি) পার করাইবা এই ভরসাই   আমি আশায় রই।।
হযরতের অছী তুমি   আলী-কা নকশা তুমি,
নূরুন আলা নূর তুমি   দাসে মানি লই।।
হাশরের ময়দানেতে   কোলে তুলি হযরতে,
মুখে মুখে আলিঙ্গিব   ময়না তোমায় লই।।
তোমার পদ তরীতে   শক্তি দাওনা উঠিতে,
তোমার নূরী চরণেতে   (যেন) হুজুরী কলবে রই।।
নবীর রঙ্গে রঙ্গাইব   খোদা নিজে সাজাইব,
নুরুল কবীর ধন্য হইবে   চরণ ধুলা লই।।

২২নং শে'র

কে দিল তোমায় শাপলা ফুল   বাবা জিয়াউল।।
কে দিল তোমায়   শাপলা ফুল,
মাইজভাণ্ডার বাগানে তুমি   শ্রেষ্ঠ গোলাপ ফুল।।
তুমিত মজনু ছিলা   তুমি তো সাধু ছিলা,
শাহেন শাহ হইলা তুমি   বাদশা দুনো কূল।।
এ দেশের জাতীয় ফুল   বাঙ্গালীর গৌরবের মূল,
সেই ফুলে সাজিলা তুমি   তুলনা অতুল।।
কোথায় আছিলা তুমি   জানিতে পারি নাই আমি,
কোন ডালে ফুটিলা তুমি   (নাকি) ময়না ডালের মূল।।

কুল পাগলীর কবীর বলে আশেকগণে কেঁদে বলে,
এই কূলেতে চাই না আমি ঐ কুলে দিও কুল।।

২৩নং শে'র

শোন আশেকগণ– দেখ কারামতি নিদর্শন।।
কত ধন জ্বালিয়া দিল জিয়া বাবা মওলা ধন।।
ধন চাহিলে ধন পাবি পাবি না মওলার দিদার।
সন্তান চাইলে সন্তান পাবি পাবি না অন্য কিছু আর।
নয়ন জলে ভক্তি করে ডাকলে হবে দর্শন।।
ধন দিয়া তোর কি ফল হবে যদি না পাও বাবারে।
যে ধন পরে শত্রু হয়ে অকালে মৃত্যু করে।
ধনে ধনী হয়ে যাবি পাইলে জিয়া বাবার মন।।
নৈরাশ হইও না তুমি ওহে আশেক ভক্তগণ।
এমন অফিস আছে তাঁহার হয় বিশ্ব পরিচালন।
আন্তর্জাতিক হেড অফিস তার বাবাই করল সুবর্ণন।।
খোদা চাইলে খোদা পাবি নবী পাইতে বাঁধা নাই।
দাশে তোমার চরণ পাইলে অন্য কিছুর দরকার নাই।
জিয়ার চরণ না ছাড়িব যদি আমার হয় মরণ।।

২৪নং শে'র

শাহেন শাহ্ হইলা তুমি বাবা জিয়াউল।
ভক্ত আশেক কাঁদে তোমার, তরাও দোনো কুল।।
হযরতের নূর তুমি, দেলা ময়নার নয়ন মণি।
কুতুবের কুতুব তুমি, নবীজীর ফুল।।
খোদার রহস্য তুমি, মারফতের মহাখনি।
করিলা অমৃত বাণী, বুঝতে কোরান খোল।।
পুরাও মনের আশা, তুমি বিনে নাই ভরসা।
না ত্বরাইলে সর্বনাশা পুল ছেরাতের পুল।।

তোমার আশেক কান্দি বলে, জিয়া বাঁবার চরণ তলে,
আশেকগণে যাহা বলে, তুমি করিও কবুল।।

২৫নং শে'র

উড়াব উড়াব মোরা জিয়া বাবার শান,
পলকে ত্রিভূবন ঘুরে, পিতায় করল দান।।
শাহেন শাহ্ হয়ে গেল, বাতেনি এলম পেল,
আরো দিল আহমদ উল্লাহ, বাবা রহমান।।
মক্কা মদিনা, বোগদাদ শরীফ, আজমীর আর যত শরীফ,
এইসব তার পুরান বাড়ী, বাবার পাক কালাম।।
ভক্তগণকে আদর করত, আপন যে কথা বলত,
যেমন নবীজির মধুর কথা, অপূর্ব বয়ান।।
মাইজভাণ্ডারী তরিকা, হবে না করতে পরীক্ষা,
কোটি কোটি গুণ বড়, বলছে বাবাজান।।
নুরুল কবির লোহাগাড়া, বলছে না রে মন গড়া,
লিখতে লিখতে শেষ হবে না, জিয়া বাবার শান।।

২৬নং শে'র

অ-আশেকি ভাই!
ভাণ্ডারীর সজ্‌রা জানা চাই,
সজ্‌রা ছাড়া পীর ধরিলে মরণ কালে কোন উপায়।।
নবী হইতে ধারা বাহিক আব্দুল কাদের জিলানী,
সেই হইতে আহমদ উল্লাহ হযরত কেবলা জানি।
তিনি দিল দেলাওয়ারকে মনোনীত পীর বানাই।।
এমদাদুল কে সাজ্জাদানশীন দেলাওয়ারে করিল,
কাগজে কলমে তিনি নিজ হাতে লিখে দিল।
সজরা ছাড়া পীরি করায় দেলাবাবা রাজি নাই।।
হযরতকে চিনতে হলে চিন দেলা ময়নারে,
ময়নারে পাইতে হইলে সেব এমদাদুলরে।
তিনজন পাইলে নবী পাইবে খোদা পাইতে বাকী নাই।।

নুরুল কবির ডাকিতেছে, ওহে বিশ্ববাসীগণ,
গাউছিয়াত নীতির কাছে কর আত্মসমর্পণ।
নিজের ঈমান শক্ত কর এমদাদুলের কাছে যাই।।

২৭নং শে'র

এস আমার এমদাদ বাবা প্রাণ জুড়াব তোমায় লই।
তাপিত প্রাণ শীতল কর, হৃদয়ের আসনে বই।।
তুমি এস আমার বুকে, আলিঙ্গিব মুখে মুখে।
আমি কাঁন্দি তোমার শোকে, সেই সুখ মোরে দিলা কই।।
তুমি এলে আমার সনে, বসাইব ফুল বিছানে।
মিলন হব দুই জনে, মনের আশা মিটাই লই।।
আশা ছিল মনে মনে, তোমারে লই অঘোর বনে।
থাকব প্রেমের সুরা পানে, সদাই তোমায় মাথায় লই।।
বাজাই তোমার প্রেমের বাঁশী, হইতে আমি চরণ দাসী।
কবিরে রইছে বসি, ফুলের মালা হাতে লই।।

২৮নং শে'র

বাবা এমদাদুল!
করিতেছি আমি মস্ত ভুল।
মাগিতেছি, ক্ষমা কর, দিও মোদের চরণ ধূল।।
তোমাকে চিনেনা যারা, আল্লাহ রাসুল চিনেনা।
দেলা ময়না-হযরত কেবলার তুরিকাও মানেনা।
না জানিয়া না বুঝিয়া, দিও না জীবনের মূল।।
নবী মানি, রাসুল মানি, মানি ইমাম হোসেনকে।
সব সজ্‌রা মানি আমি, মানি জয়নাল আবেদিনকে।
একই পদে অধিষ্ঠিত, নাম নিয়াছ এমদাদুল।।
তোমাকে না মানিলে, কিছুই মানা হলনা।
হোসেনকে না মানিয়া, এজিদ মুনাফেকীনা।
কবিরকে দয়া কর, না হয় যেন ঐ ভূল।।

২৯নং শে'র

তুমি শানে রসুল, শানে গাউছুল, শানে দেলোয়ার,
খোদার রঙ্গে এমদাদ মওলা মুর্শিদ আমার।।
হযরতের সিংহাসনে কি ফুল ফুটিল,
এমদাদ মওলা নামে বিশ্ব ভূবন ঢংকা বাজিল।
'চিবগাতুল্লাহ' কুরআন মতে অজুদ তোমার।।
মাইজভাণ্ডারে আছে বাবা তোমার আস্তানা,
হযরতের সজরাতে তোমার নাম খানা।
"য়াদুল্লাহি আইদীহীম" কালাম আল্লাহ্‌র।।
তুমি রাজার রাজা মহারাজা জানে কয় জনে,
যে জন জানে রাখতে মাথা তোমার চরণে।
সিংহাসনের সুগৌরভ হযরত কেবলার।।
নূরের নবী আদম ছবি বাবা মওলানা,
জগৎ স্বামী গুণমনি এমদাদ মওলানা।
মাহমুদা কি লা-মকানে স্থিতি তোমার।।
আসলেতে নয়রে মানুষ কি দিই তুলনা,
কবিরের সাধ্য নাইরে দিতে বর্ণনা।
নূরাম মিন নূরীল্লাহ্‌, হাবীব আল্লাহ্‌র।।

৩০নং শে'র

আহমদী নূরেতে মুহাম্মদী ফুল!
ভুল হবে না যদি বল, মূলে এমদাদুল।।
আহমদ উল্লাহর প্রপৌত্র, রহমান মওলার হয় পৌত্র।
আহলে বায়াত আওলাদে রসুল, গুণে হয় অতুল।।
দেলা ময়নার হাতের গড়া, হযরত কেবলার গদিতে বসা।
ভক্তগনে দেখল যেমন নূরের পুতুল।।
হাবীবে খোদা তিনি, ছুরতে ইউছুপ যিনি;
সৃষ্টির মূল তিনি, বাদশা দোনো কুল।।

গাউছিয়তের সিংহাসনে, রহমান মওলার দৃষ্টি কোনে;
দেলা ময়নার নয়ন মনি, নামে এমদাদুল।।
মা সাজেদার সেরা ফুল, পার করাইতে দুই কুল;
হযরত রূপে আছেন তিনি, মেহরাবে গাউছুল।।
কুল পাগলীর কবির বলে, বিশ্বাস কর দিল ঈমানে ;
পার কাণ্ডারী এমদাদ মওলা, নইলে ঈমান গণ্ডগোল।।

৩১নং শে'র

দেখবি কে কে আয়রে তোরা হযরতের নিশানা।
দেলা বাবা দিচ্ছে দেখা রূপে এমদাদ মওলানা।।
ময়না রূপে হযরত কেবলা গাউছিয়ত জারী রাখিল।
হাশর তক থাকবে জারী পাক-কালাম করিল।
জারী আছে থাকবে জারী বুঝি কেহ বুঝে না।।
খোদার পথে ডাকে নিত্য মুর্শিদ এমদাদ মওলানা।
নিজের নাম হইবে প্রচার সে পরওয়া করে না।
গাউছিয়তের মালিক তিনি নিজকে জাহির করে না।।
যে গদীতে বসে হযরত গাউছ-কুতুব বানাইল।
সে মেহরাবে নুরুল কবির মুর্শিদ চরণ ধরিল।
সেই গদীর মালিক এখন এমদাদুল হক মওলানা।।

৩২নং শে'র

এমদাদ আমার মুরশিদ মওলারে---------
কোন্ জায়গার মুহাদ্দেছ তুমি ফকীহ্ কোন্ আলীয়া।
এমন শিক্ষা দিতে আছ খোদার পথে নিয়ারে।।
বল তুমি খোদার কথা পাইতে রসূল।
গউছের শিক্ষা দিতে আছ যেন না যাই ভুলিরে।।
অছী-এ গউছের তুমি কর অনুসরণ।
নিত্য হয় তাঁহার সাথে তোমার দরশন রে।।

মৃদু হাসি দিয়া তুমি মন নিয়াছ কাঁড়ি।
তোমার প্রেমের শিক্ষায় কেহ ছাড়ে ঘর বাড়ী রে।।
এলমে লদুন শিক্ষা তোমার যে পায় ভাগ্যবান।
মুর্দা কলব জিন্দা হবে কবীরের বয়ান রে।।

৩৩নং শে'র

গীবতকারী অন্ধ তুমি একবার এসে দেখে যাও।
চার লতিফায় দিচ্ছে জিকির লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।।
নিন্দা কর ভাণ্ডার নিয়া ভাণ্ডারীর শিক্ষা জান না।
মূলতত্ব পড়িয়া দেখ লেখছে দেলা ময়না।
এ কিতাবের তালিম দিচ্ছে মুরশীদে এমদাদ মওলা।।
লতিফায়ে নফ্ছ হইতে লতিফায়ে রুহুতে।
নিশ্বাস বন্ধ করিবে লতিফায়ে আখফাতে।
কলবেতে জবর মারি জোরে বল ইল্লাল্লাহ।।
কি বলরে ভাণ্ডারীরা, নামাজ রোজা রাখে না।
বায়াত নিলে কি করতে হয় তুমি তাহা জান না।
শুনবে গেলে তালাশ করে এমদাদ বাবার হুজুরা।।
গাউছিয়তের বিধি বিধান সব মানিয়া চলিবে।
তরিকতের জিকির দিয়া কলব জিন্দা করিবে।
এই জিকিরে মিলাই দিবে মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ।।
মুরিদের অন্তরের ভেদ মুরশীদে বুঝিয়া লয়।
এমদাদ মওলা জিকির সংখ্যা সামনা সামনি বসে কয়।
কবিরে কয় দেখতে পাবে নূরে রসুল নূরাল্লাহ।।

৩৪নং শে'র

কোরআনের ভিতর ঐ দেখে নাও আহমদ উল্লাহর ঘর খানা।
কুতুব তৈরীর কারখানা ঐ হযরত কেবলার আস্তানা।।
যে আস্তানার মালিক হল দেলোয়ার হোসাইন মওলানা।
বর্তমানে ঐ আস্তানায় এমদাদুল হক দেখ না।
খোদা চিনতে গেলে ধর ঐ আস্তানায় রশিখানা।।

যে আস্তানায় বসে হযরত গউছ কুতুব বানাইল।
সেজে গুজে ঐ আস্তানায় এমদাদুলকে বসাই দিল।
বাদশার বাদশা বানাইল অছীয়ে গউছে মওলানা।।
বাগান বাড়ী শুয়ে ময়না ঐ আস্তানায় মিশে রয়।
এমদাদ রূপে রুহী খেলা খেলিতেছে সবসময়।
কুল পাগলীর কবীরে কয় হৃদের চোখে দেখ না।।

৩৫ নং শে'র

বিশ্ববাসী দেখবে আসি মাইজভাণ্ডারের পাক দরবার।
সকল জাতি মুগ্ধ হবে দেখিয়া বাবার মাজার।।
হযরতের রওজা দেখে বিশ্ববাসী চমৎকার।
বেলায়তের আলো পাবে মুমেনে কলব যার।
বিশ্বে একদিন 'র' উঠিবে যাইরে চল মাইজভাণ্ডার।
দেখে লই বাবার মাজার।।
হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সকল জাতি একই সমান।
জাতি ভেদাভেদ নাইরে সবাই পাবে মেহেরবান।
নয়ন জলে ডাকবে সবাই বাবা তুমি কর পার।
দেখে লই বাবার মাজার।।
সবার মকসুদ পুরা হবে আদবেতে ডাকিলে।
খালি হাতে ফিরে যাবি গাউছুল রাজি না হইলে।
কবীর বলে আদব কর আদবের স্কুল এই দরবার।
আদবে হাছিল হবে খোদার দিদার।।

৩৬নং শে'র

ওরে এমদাদুল হক মাওলা, তুমি আল্লাহ রসুল ওয়ালা।
দিলা মনত জ্বালা তুমি নুর আল্লাহ।।
বলে মুরে এমদাদ মাওলা কালারে কালা,
কালা আমার লাগে এত যে ভালা।
কালা গলার মালা আমার এমদাদুল হক মওলা।।

দিলা মনত জ্বালা তুমি নুর আল্লাহ।
এমদাদ মাওলা আমায় যদি ভালবাসিত,
আদর করি কাছে আনি মধু খাওয়াইত।
ভাল না বাস কাছে না আস আমি পড়েছি তোমারই মালা।।
আমার মনের ব্যাথা যদি বাবাই বুঝিত,
বিচ্ছেদ রোগের ডাক্তার আনি চিকিৎসা দিত।
জানিয়া জানে না, বুঝিয়া বুঝে না, দেখাইতে পারি না মনেরই জ্বালা।।
আমার বুকে তোমার চরণ যেদিন বাঁধিব,
চিরদিনের পিপাসা মিটাইয়া নিব।
ধন্য হবে কবির, দিয়া তোমারে শির, নইলে জীবন হবে বিফলা।।

৩৭নং শে'র

বাবা এমদাদুল, চাই তোমার নূরী চরণ ধুল।
এই জগতে নাহি দেখি, হয় যে তোমার সমতুল।।
নবীর রূপে রূপ নিয়াছ তুমি বাবা মওলানা,
হযরতের গদীতে বসি চালাইতেছ কারখানা।
আহমদিয়া মঞ্জিলে দেলা ময়নার সেরা ফুল।।
দেলা ময়নার নূরের বাঁশি তুমি লইয়া হাতে,
বাজাইছ তৌহিদের বাঁশি মানব ছুরতে।
খোদ খোদায়ী তোমার জাতে তুমি দাসের দুই কূল।।
যে দেখেছে তোমার খেলা, সে তো বড় ভাগ্যবান,
হাজত মকছুদ করছ পূরণ, শত শত রয় প্রমাণ।
গাউছিয়তের বাদশা করে, দিল অছিয়ে গাউছুল।।
তোমার ভিতর দেখিতেছি হযরত কেবলার হাকিকত,
নুরুল কবির দুই বুঝে না, সদাই থাকে একত।
তোমার হাতে স্বর্গ নরক তোমাতে আল্লাহ রাসূল।।

৩৮নং শে'র

গাউছিয়তের বাদশারে তুই ত্রিভূবনে, বসিয়াছ বেলায়তের সিংহাসনে।
পার করাই দাও এমদাদ বাবা হযরতের গুণে, মাওলা কান্দি তোর চরণে।।

সাজ্জাদানশীন মনোনীত করে দিল তোরে,
যোগ্য ছেলে হলি রে তুই আহমদ উল্লাহর ঘরে।
পূর্ণ কর মনের আশা প্রতি জনে জনে।।
মাইজভাণ্ডার দরবারেতে পূর্ণ মাসের চাঁন,
দেলা বাবার রাজ সিংহাসন তোরে করল দান।
গোলামের প্রতি তাকাও একটু করুণা বর্ষণে।।
হযরতের সজরাতে তুই মহাজন,
যে সজরার কাণ্ডারী মদিনা আসন।
কি বলবোরে তোর গুণ-মূর্খ অধীনে।।
লেওয়ায়ে আহমদি ঝাণ্ডা ধরবি তুই,
তোর সাথে হাশরতে যাইতে চাই মুই।
কূল পাগলীর নূরুল কবির কাঁন্দে তোর চরণে।।

৩৯নং শে'র

অ-মনরে-----জানিয়া লওরে মোরশীদ কোন হালে,
হালত না বুঝি লাফ মারিলে, কষ্ট পাবি ঐ কূলে।।
এক জমানা ছোহবত, হাজার বছর এবাদত,
মুহূর্তের বিরক্তি পীরের, বিষের তুল্য হাসর,
পীর না রাজি, কুরান পড়া নামাজ রোজা বিফলে।।
মুর্শীদ চরণ সেব ও মন, পাইতে হলে দোন কুল,
গুরু বিনে ত্রিজগতে সব জানিও ভুল,
প্রাণ দিলে আর শির লাগেনা দেখাইল ইসমাইলে।।
পীরের কদমে বিলীন হইও, যদি আশেক বনতে চাও,
তোমার প্রতি থাকবে দৃষ্টি যদি ইয়ামন দেশে যাও,
ওয়াইজ করনি দিল প্রমাণ, নবীর জুব্বা লই গলে।।
গুরু আমার এমদাদ মওলা মাইজভাণ্ডারে ঠিকানা,
কি করিব মন্দ কপাল, গুরু ভজন জানি না,
নূরুল কবির সুখে দুঃখে গুরুর চরণ না ভুলে।।

৪০নং শে'র

জানিলে বল সখি, জানিলে বল সখি,
সাজাইলে হৃদ পালঙ্গ, এমদাদ বাবা আসবে নাকি।।
এমদাদ বাবা যদি আসে, প্রেম আনন্দের সুবাসে,
মিশাইব রঙ্গের সে যদি না যায়, দিয়া ফাঁকি।।
আতর গোলাপ দিব, মাথার চুলে পা মুছিব,
ফুলের মধু বিলাই দিব অন্তরে শোয়াইয়া রাখি।।
দরজা খুলিয়া রাখি, জলে ভাসাই দুটি আঁখি,
ফুলের মালা গুঁতে রাখি, নয়ন জলে পত্র লেখি।।
নূরুল কবির কি করিব, কলিজা খুলিয়া দিব,
বল তুমি আর কি দিব, দিবার আছে আর কি বাকি।।

৪১নং শে'র

জুলেখার ইউসুফ যেমন মোরশীদ আমার,
যত দেখি স্বাদ মিটে না, দেখতে চায় আবার।।
না দেখিলে ঘুম আসেনা মোরশীদ আমার ওরে,
এমদাদ বাবা তাকাও একটু দেখি নয়ন ভরে।
পারে না ভুলিতে অন্ধ, রূপের বাহার।।
কাজল ভরা আঁখি তোমার চন্দ্র ভরা মুখ,
চম্পা ফুলের শরীর খানা দেখলে জুড়ায় বুক।
কাঁচা হলুদের চরণ যেমন নুরী ফেরেশ্‌তার।।
তুমি বিনে মন বসেনা স্ত্রী-পুত্র দেখে,
মোরাকাবায় নুরুল কবির তোমার ছবি আঁকে।
নয়ন জলে ছবি নষ্ট, না পারি দেখাই বার।।

৪২নং শে'র

আহমদি সূর্য পূর্ণ হইল উদয়।
সেই সূর্য এমদাদুল হক বিশ্ববাসী কয়।।

গাউছে পাকের ওফাত শত বছর হইল,
এমদাদ রূপে নিজের ডংকা নিজে বাজাইল।
এমন ডংকা বাজাইল আলোকিত বিশ্বময়।।
গাউছিয়তের সিংহাসনে, হযরত কেবলার নিজের গুণে,
বসাই দেলাওয়ার হোসেনে লিখে দিল পরিচয়।।
যোগ্য ছেলে এমদাদুল, হোসাইনী বাগানের ফুল,
গাউছের অছি করেনা ভুল, ঈমান যাবে যে ভুল কয়।।
চেহরায় তান নুর জ্বলে, আশেক ভক্ত সবাই বলে,
আহমদিয়া মনজিলে নিজ আসনে বসে রয়।।
নুরুল কবির কূল পাগলী, এমদাদ বাবা চরণ ধুলি,
আমি লই মাথায় তুলি, পাইয়া তোমার পরিচয়।।

৪৩নং শে'র

দয়া কর দয়া কর, মোরশীদ এমদাদ মওলানা।
তুমি বিনে কে তরাইবে হইয়া রহিম রব্বানা।।
সাধন ভজন নাহি জানি, তুমি বিনে নাহি চিনি।
তোমার ভিতর খোদা জানি, কবুল কর প্রার্থনা।।
খালেক-মালেক যিনি, তাহার ধনে হইয়া ধনী।
তোমার কালাম কুরাণের বাণী, আমরা দাসে জানি না।।
তুমি মোদের কর দয়া, চরণ তলে দিও ছায়া।
গোলামগণকে বুকে লইয়া, পাঠাও আসল ঠিকানা।।
স্বর্গ সুখের নাই বাসনা, নরক দুঃখে পরোয়ানা।
সদাই তোমার ভাবনা, কবিরে আর জানে না।।

৪৪নং শে'র

সাজ্জাদানশীন, এমদাদুল হক মেরে বাবাজান রে,
তাঁন হুকুমের তাবেদারি তামাম জাহান রে।।
খোদার জাতে বিলীন হইয়া, রাসূলের সিফত লইয়া,
ঝাণ্ডা ধরল আহমদিয়া মাইজভাণ্ডার বাগান রে।।

কাদেরিয়া চিশতিয়া, সর্ব জাগায় প্রকাশিয়া,
মাইজভাণ্ডার করে বসিয়া, মসকিল আসান রে।।
হযরতের সজরাতে, রহমান মাওলার আদরেতে,
দেলা ময়না গাউছিয়তের ক্ষমতা দিয়া যান রে।।
মোরাকাবায় দেখতে পাবে, মোরশীদের চরণ ঘরে,
কবির দেখে নয়ন ভরে খোদা বিরাজমান রে ।।

৪৫নং শে'র

দিবানি তোমার চরণ খানি, আমার প্রেম খনি,
তোমার নূরী চরণ দানে প্রেম আগুনে দাও পানি।।
অ মোরশীদ রে---
প্রেম ভিক্ষা পাওয়ার আশে, ঘুরি তোমার পাশে পাশে,
দয়া করে এই দাসে কর মেহেরবাণী।।
অ মোরশীদ রে----
তুমি না করিলে দয়া, কে দিবে গোলামেরে ছায়া,
বিফল হবে মক্কা যাইয়া, না পায় যদি নুরানী।।
অ মোরশীদ রে----
থাকি আমি সজিদায় পড়ি, তোমার নুরী চরণ ধরি,
ঐ চরণে রইব পড়ি, হইয়া দেওয়ানী।।
অ মোরশীদ রে----
এমদাদ বাবার চরণ পেলে, নুরুল কবির সফলে,
নইলে জীবন বিফলে, মাইজভাণ্ডার আসানি।।

৪৬নং শে'র

কে বলেছে বাবা নয়, কাবার পূজা কর,
বাবা বিনে কাবা হয়না, মসনবীতে পড়।।
কাবা বানাইছে বাবা, ইব্রাহিম খলিল যেবা,
কাবা গেছে লইতে বাবা, রাবিয়া বসর।।
কাবার কাবা রাসূলুল্লাহ, মোমেনের কলবে আল্লাহ,
মাইজভাণ্ডারে আহমদ উল্লাহ খোদা থাকার ঘর।।

যার পীর-তার কাবা, যদি হয় সত্য বাবা,
বায়েজিদ বোস্তামির শিক্ষা নিবা মোরশীদেরে তাওয়াফ কর।।
মোরশীদ চরণ কর সেবা, দেখবি রে গোপনের কাবা,
ঐ কাবাতে মোরশেদ বাবা, কলবের ভিতর।।
দেলাওয়ারে দিল যায়, এমদাদুলকে কাবা বানাই,
মোরশীদ হয় মুরিদের কাবা, কবির কয় সজিদা কর।।

৪৭নং শে'র

তুমি যে মহান মোরশীদ আগে জানিনা।
মানব রূপে খোদার দেখা আমি জানিনা।।
আমার মনের ইচ্ছা যাহা, তুমি দিতে পার তাহা।
দূরে থাকে মোরশীদ শাহা, ধরিতে পারিনা।।
দেখিতে পাই তোমারে, যখন থাকি নিদ্রা ঘোরে।
চুম্বন খাই চরণ ধরে, জাগিলে পাইনা।।
কি নামে ডাকিব আমি, ডাক শিখাইয়া দাওরে তুমি।
তোমার দাসের নাইরে কমি, তুমি আমার এক জনা।।
কবির মোরাকাবায় দেখি, মোরশীদ– গোলাম মাখামাখি।
জাগরনে কেন ফাঁকি, এ কি ছলনা।

৪৮নং শে'র

মাইজভাণ্ডারে আসা যাওয়া লাভ হবে না কোন কূল।
না চিন্‌লে এমদাদ বাবারে, হযরত কেবলার অছির মূল।।
আসা যাওয়া মাইজভাণ্ডারে, যদিও বা প্রতিবারে।
আবু জাহেল নবীর দ্বারে, ভাঙ্গনা তার মনের ভুল।।
পারকাণ্ডারী এমদাদ মওলানা, তার তুলনা কেহ হয়না।
বিশ্বাস কর গো করতে হবে, নইলে ঈমান গন্ডগোল।।
মাইজভাণ্ডারের মূল তরী, এমদাদ বাবা ভাণ্ডারী।
পার হবি সুগন্ধ পেলে, তাঁহার নূরী চরণ ধূল।।

নুরুল কবির অবুঝ মনে, বিশ্বাস করে দিল ঈমানে।
আহমদিয়া ফুল বাগানে দেলা বাবার সেরা ফুল।।

৪৯নং শে'র

এমদাদ বাবার প্রেমের-ব্যাথা কইলে না ফুরায়।
ফুল বিছানায় শুয়ে রইলাম, শরীর না জুড়ায়।।
তার ভাবনা বিনাশ করে, রইলাম আমি নিদ্রা করে।
দেখি তারে হৃদ পিঞ্জরে, জাগিলে না পাই।।
সহেনা বিচ্ছেদের জ্বালা, বন্ধুর প্রেমে মন উথলা।
বুক ফাটে যায় মুখ ফাটে না আছি এই অবস্থায়।।
বন্ধুর প্রেমে আমি ঘুরি, বন্ধু বিনে হব রাড়ী।
দিন রজনী গুনে বসি, তুই বন্ধুর আশায়।।
কবিরের মনে মনে, ছাড়িতে চায় অনেক দিনে।
বাবার নুরী চরণ দেখলে, আর ছাড়া না যায়।।

৫০নং শে'র

অরে-অ---এমদাদ বাবা, অরে-অ--- এমদাদ বাবা,
আমি তোমার চরণ দাসী, তুমি আমার কেবলা কাবা।।
কঠিন মরণ কালে, শয়তানে ধুকা দিলে,
তোমার পায়ের ধুলি দিয়ে আমারে তরাইয়া নিবা।।
নিধান হাসর কালে, তোমারি পতাকা তলে,
মহারাজের গোলাম আমি, পরিচিত করাই দিবা।।
বাবা তোমার নাম স্মরণে, ঘুরি আমি রণে-বনে,
তবু যদি দেখা না পাই, কার ডাকেতে তুমি যাইবা।।
নুরুল কবির জলে স্থলে, বাবা ডাকি মনে-প্রাণে,
দম-কদমে তোমায় ডাকি, চরণ-সেবায় রাখিবা।।

৫১নং শে'র

আমি তোমায় ভুলে গেলে দোষ হবে তোমার, দয়াল দোষ হবে তোমার।
তোমায় স্মরণ করে দিও দৈনিক হাজার বার।।

দয়াল, তোমার কাছে যাইয়া অপরাধ, দূরে গেল মা বাবার হাত।
দিলনা আর পেটে ভাত ফিরে চায়না আর।।
দয়াল, আমায় তুমি না ভুলাইও, স্মরণ বিচ্ছুত না হওয়াইও।
এইটুকু ফরিয়াদ মোর, কিছু জানিনা আর।।
দয়াল, গেলাম যেদিন তুমার ধারে, বলে ছিলাম বারে বারে।
ভেবেছিলাম মনে মনে, আর কিছুর নাই দরকার।।
আমার অন্তরে স্থান কর, তোমার স্মরণ তুমি কর।
আমাতে তুমি হইয়া, আমি করাও পরিহার।।
নুরুল কবির সরল প্রাণে, এমদাদ বাবার প্রেমাগুণে।
না দেখিয়া ঝম্প দিল চরণে তোমার।।

৫২নং শে'র

মুরশেদ আমার এমদাদ বাবা ফরিয়াদ আমার নাও।
তুমি আমার হয়ে আমায় তুমি কবুল করে নাও।।
তোমার ইচ্ছায় সাজাইও তোমার রঙ্গে রাঙ্গাইও,
যেই ডাকে কবুল কর সেই ডাক শিখাইয়া দাও।
আমার আছে শত ভুল হারাইলাম দুই কূল,
রাজি আছি তোমার ইচ্ছায় যদিও নরকে দাও।।
আমি তোমায় ভালবাসি, ইহাতে হই বড় দোষী,
তাতে কবুল না করিলে আপে নিজে গড়ে নাও।।
ভাল না বাসিলে তুমি কাছে না আসিলে তুমি,
তবু আমি তোমার হব নিশ্চিত জানিয়া লও।।
নুরুল কবীর কুল পাগলী পাইতে চায় চরণ ধুলি,
তোমার গোলাম কবুল করে নজরে করম দাও।।

৫৩নং শে'র

রূপে গউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী পীরে মোকাম্মেল এমদাদুল হক।
দরজায়ে বেলায়ত, দরজায়ে গাউছিয়ত দরজায়ে আজমিয়ত, দরজায়ে হাকীকত।।
ফটিকছড়ি মাইজভাণ্ডারে খেলা খেলে শাহী দরবারে,
বাবা দেলোয়ার বসাইল গউছে পাকের হুজরাত।।

তিনি হইলেন অছীর অছী হযরতের গদীর মসীহ,
মারফতের খনি তিনি হইলেন পীরে ত্বরিকত।।
আহমদ উল্লাহর বাগানের ফুল ভাণ্ডারীর শজরার মূল,
(তার) চরণ সেবায় পাইবা রসুল পাবে গউছুল হযরত।।
এমদাদ মওলা নূরের গড়া স্বাদ পেয়েছে দেখল যারা,
রুমী কয় শয়তানের হাত সজরাহীন পীরের হাত।
এমদাদুলকে যে মানেনা গদীর উছুল সে জানে না,
দুই কূল বরবাদ ষোল আনা কবীরের নসীহত।।

৫৪নং শে'র

জিকির কর, জিকির কর, মওলার প্রেমে জিকির কর।।
এমদাদ বাবার বরজক নিয়া মুর্দ্দা কলব জিন্দা কর।।
নফছ শয়তান বন্ধ কর পীর মুর্শেদের কথা ধর,
পীর সামনে লই জিকির কর দিলে এশ্‌ক পয়দা কর।।
পীরের চরণ মোরাকাবা দেখবি রে গোপনের কাবা,
সেই কাবাতে এমদাদ বাবা মন মসজিদে নামাজ পড়।।
হজ্ব, যাকাত করে যেবা, না করিলে পীরের সেবা,
সার হবে না সময় নষ্ট পীর কদমে সেজদা কর।।
মক্কা ও মদিনা ঘরে আমার মুর্শেদ বিরাজ করে,
কবীর বলে শেষ দমেতে এমদাদ বাবার নামে মর।।

৫৫নং শে'র

প্রেমের মালা হাতে লয়ে বসি রইলাম তোর আশায়,
হৃদ বাগানের মালা খানি পরাইতে তোমার গলায়।।
একেলা রইলাম বসি বাজাইয়া তোর বিচ্ছেদের বাঁশি,
শেষ হইয়া যায় রাত্র নিশি আমারই মিলন মেলায়।।
আসিবে আসিবে তুমি মোরাকাবায় রইলাম আমি,
খেলিতেছি তুমি আমি জাগরণে যাও লুকায়।।

এস এস প্রাণের প্রিয়া   শান্ত হব মালা দিয়া,
ফুল বিছানায় বসাইয়া   দিব দাসের প্রেম বিলাই।।
মুর্শিদ না আসিবে যে দিন   অধীনের হবে কুদিন,
কবীর কান্দে পাইয়া চিন্   চাও কেন দিতে ফেলায়।।

৫৬নং শে'র

আমি দেখেছি এমদাদ মওলারে   আর লুকাইওনা,
তোমারি বিরহ জ্বালায়   আর জ্বালাইও না।।
মওলা তোমায় চিনিয়াছি   লোকের ভয়ে লুকিয়াছি,
নুর তজল্লায় দেখিয়াছি   আহাদ মওলানা।।
চিনি চিনি মনে হয়   তবু কিন্তু চেনা নয়,
চিনার মত চিনতাম যদি   'আমি' থাকতাম না।।
মুসার মত আশা আমার   রূপ মাধুরী দেখতে তোমার,
কোহুতরের পাহাড় বিনে   আমায় জ্বালোনা।।
মওলা তুমি দিলে চিন   বাইতুল্লাহ কাবা হবে ভিন,
উল্টাইতে পারি না মিম   হয় শরার মানা।।
যখন তোমায় সবে চিনবে   দ্বন্ধ-সংঘাত না রহিবে,
কবীর বলে ধ্বংস হবে   যে তোমায় মানবে না।।

৫৭নং শে'র

যে ভালবাসে এমদাদুল হক বাবারে,
আমি বাসি ভাল অন্তরে তাহারে।।
বাবার নুরী চরণে, ভক্তি দিবে যে জনে,
আমারি মনে শ্রদ্ধা করি তাহারে।।
যে প্রেম করে তার সাথে, নবী রাজি হয় তাতে,
আল্লাহ আছে তার সাথে, আমি যাই তার বাড়িতে।।
যে হইল বাবার আপন, তার কি জীবন মরণ,
কবির কয় তার চরণ, জীবন ধন্য করে রে।।

৫৮নং শে'র

আমি মজনু নই লাইলির প্রেমেতে,
এমদাদ মাওলারে –
আশেক হই তুমি মাশুকে।।
তোমারি বিচ্ছেদের জ্বালা, গলাতে কলঙ্কের মালা,
তোমার চরণ স্মরণ করি দিন রজনীতে।।
আমারি মনের বাসনা, তোমায় নিয়ে আনাগোনা,
নইলে আমি কূল পাব না, বিফল হবে মরিতে।।
তোমায় বাবা ডাকি বলে, দয়া করে লওনা তুলে,
স্বর্গ সুখের নাইরে আশা, আশা কোলে মরিতে।।
আমারি নতুন জীবন, শূন্য হল তোমার কারণ,
সদা হয় মন উচাটন, তোমার চরণ ধরিতে।।
নুরুল কবির কেঁন্দে বলে, স্থান দিও চরণ তলে,
চরণ পাব এই বাসনায় রইছি জীবন কাটাতে।।

৫৯নং শে'র

ইল্লাল্লাহু ইল্লাল্লাহু ইল্লাল্লাহু।।
কাবার কাবা এমদাদ বাবা।।
ইল্লাল্লাহু ইল্লাল্লাহু ইল্লাল্লাহু।।
নুরের পুতুল শাহে এমদাদুল।।
আওলাদে রাসুল, বাবা এমদাদুল।।
মদিনার ফুল, শাহে এমদাদুল।।
অছি-এ গাউছুল, শাহে এমদাদুল।।
ত্বরাবে দুই কূল, মোরশেদ এমদাদুল।।
গোলামের কূল, তুই এমদাদুল।।
তুলনার অতুল, শাহে এমদাদুল।।
কর কবুল, বাবা এমদাদুল।।
একূল আর ঐকূল, বাবা এমদাদুল।।
বেহেস্তের ফুল, বাবা এমদাদুল।।
হৃদয়ের ফুল শাহে এমদাদুল।।
হযরতের মূল, শাহে এমদাদুল।।

পরানের বুলবুল, শাহে এমদাদুল।।
পুল ছেরাতের পুল, শাহে এমদাদুল।।
জীবনের মূল, শাহে এমদাদুল।।
ইউছুফে ছানী নুরে রওশনী।।
ময়নার অ-ছি এমদাদ মওলাজি।।
ময়নার নিশানা এমদাদ কালাচান।।
বেহেস্তের নিশানা এমদাদ মওলানা।।
যার ভিতরে আল্লাহ রসুল।।
আমার মওলা শাহে এমদাদুল।।
নুরের নবী আদম ছবি।।
দেখবি যদি পাগল হবি।।
কবিরের বাবা, এমদাদ বাবা।।

৬০নং শে'র

গুরা মিয়া ফকির মারহাবা মারহাবা মারহাবা।
ধন্য ধন্য ধন্য তোমায় ধরাই দিলা আসল বাবা।।
লোহাগাড়ার আলো তুমি ত্বরিকতের গুরু তুমি।
সকলেরে পান করাইলা প্রেমের নেশা দেলা বাবা।।
লোহাগাড়ার ঝাণ্ডা তুমি হযরতের প্রেমিক তুমি।
তোমার প্রেমিক এলাকাবাসী দুই কুল ত্বরাইয়া নিবা।।
মাইজভাণ্ডারে গেলে মোরা তোমার গুণের পাইরে সাড়া।
মোদের ভুলকে দিই ইশারা চির দাসী বানাইবা।।
অমরত্ব লাভ করেছ হাজারো প্রমাণ দিয়েছ।
কারামত জারী রাখছ অস্বীকার করিবে কেবা।।
তুমি সবার অগ্র পথিক দেখাইলা রাস্তা সঠিক।
চন্দ্র মাসের চৌদ্দ তারিখ জারী কর জিকির বাবা।।
যে বলে তোমাকে ভ্রষ্ট সত্যি তার পরকাল নষ্ট।
যুগে যুগে পাবে কষ্ট অবজ্ঞা করিবে যেবা।।
কবীরের ভাগ্য মন্দ দেখলাম না আসল পন্থ।
দয়া করে যোগাও ছন্দ তোমার ছেলে অন্ধ বাবা।।